দৈনিক সংবাদ
077
তারিখ 05 AUG 1988 পৃষ্ঠা ৮ কলাম 3

বুর্জোয়া মাখন আর মজুরের ক্ষীর

অনিরুদ্ধ

আমাদের দেশের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট সংক্ষেপে এস এস সি পরীক্ষার ফল গত কয়েক বছর যে-রূপ দাঁড়িয়েছে তাতে চিন্তাশীল মহল তথা সাধারণভাবে শিক্ষিত মহলে কিছু প্রশ্ন দেখা দেয়। বিশেষ এক শ্রেণীর স্কুল থেকেই মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা বেরিয়ে আসছে। প্রথম বিশ বা দশ জনের তালিকায় যাদের নাম তারা এরকম কয়েকটি নামী দামী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী।

দৈবাৎ দু'একটা ভাল ফলের ভাগ পায় অপেক্ষাকৃত কম অভিজাত বলে পরিচিত দু'চারটি স্কুল। মফস্বলের স্কুলগুলোর ভাগ্যের এখন আর শিকা ছেঁড়ে না। পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত এ রকম অবস্থাটা ছিল না। তারপর ষাটের দশকে ভারসাম্য শহরের দিকে ঝুঁকতে থাকে। সত্তর ও আশির দশকে দান সম্পূর্ণ ওলেট গেল। শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্যের গুণে মাত্র কয়েকটি বাছাই করা স্কুলে পড়াশুনার উপকরণ ও সুযোগ-সুবিধা জড়ো হতে থাকে। তাতে সচ্ছল পরিবারের ছেলে মেয়ে ছাড়া সাধারণ মধ্যবিত্তের প্রবেশ অধিকার অর্থের কারণেই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তবে এসব নিয়ে খোলামেলা আলোচনা, ভাগ্যবান স্কুলগুলো সম্পর্কে সংশয়বিদ্ধ মন্তব্য স্বগতোক্তির মতই অশ্রুত অজানা থাকে। কৃচিৎ তা নিয়ে রাজনৈতিক ময়দানে শ্লোগান উঠে। কিন্তু খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, এই শ্লোগান যারা মূলধন করেন, তারা ঠিকই তাদের ছেলেমেয়েদের অভিজাত স্কুলগুলোতে পাঠান। অভিজাত ঘরের ছেলেমেয়েরা সেই স্কুলে পড়ে বলে ক্ষোভটা চালান দেন অনভিজাতদের আসরে।

এসব নিয়ে চিন্তাভাবনা ও প্রতিকারের পথ নিয়ে সভা-সেমিনারে ও রাজনৈতিক অঙ্গনে এখন উত্তেজনার বিষয়। এক সময় ছিল শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য সৎ আন্তরিক সংগ্রাম।

আজ সেই কঠিন পথ পরিহার করে আমরা নতুন পথ ধরেছি এবং সেটাকেও এক ধরনের বিপ্লবী না হোক প্রগতির চিন্তাধারা বলে আখ্যায়িত করেছি। বর্তমান অবস্থায় এসএস সি পরীক্ষায় কৃতিত্বের অধিকারী ছাত্র-ছাত্রী হয়ে দাঁড়ায় প্রধান লক্ষ্য।

সম্প্রতি ঢাকা বোর্ডে মেয়েদের মধ্যে প্রথম এবং সম্মিলিত ছেলেমেয়েদের মধ্যে অষ্টম স্থান অধিকারিণী লিওার এবং খালিদকে নিয়ে একটি বামপন্থী সাপ্তাহিকে যে বিদ্রূপাত্মক লেখা বেরিয়েছে, তাতে শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে মেধাবী ছাত্রীটিই পরিহাস ও ধিক্কারের পাত্রীতে পরিণত হয়েছে। প্রগতিবাদী লেখক হয়তো সাহিত্যিক হাওয়ার্ড ফাষ্টের উদ্ধৃতি দিয়ে বলবেন, 'স্যাটায়ার ইজ দা শার্টকাট টু রিয়েলিটি'। কিন্তু কাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং কোন বাস্তবতা এখানে লক্ষ্য! লেখার শিরোনাম দেয়া হয়েছে 'ঈদ মোবারক লিওামনি' এই কি একটি মেয়েকে তার কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দন? না। মোটেই না। তার পিতা গ্রাড ব্যাঙ্কের প্রধান, তা নিয়েও কটাক্ষ করা হয়েছে। গ্রার্ড ব্যাঙ্কের দুর্নীতি নিয়ে যদি কটাক্ষ করতে হয় তার স্থান অন্যত্র এবং তথ্য-প্রমাণ সহকারে একটি ভাল প্রতিবেদন পত্রিকায় আনতে না পারুক, প্রতিবাদকে তো মুখর করতে পারে।

মেয়েটি আটজন গৃহশিক্ষকের দুর্গে সুরক্ষিত অবস্থান নিয়ে কৃতিত্বের অধিকারিণী হয়েছে, তাই তার বিরুদ্ধে প্রশ্ন এসেছে তার কৃতিত্ব কোথায়? তার স্কুলের কৃতিত্ব কোথায়? ভাল কথা পাশাপাশি খালিদের উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। তার কোন গৃহশিক্ষক ছিল না। ছিল ৬০০০ টাকার (সামান্য কমবেশী হতে পারে) কোচিং সেন্টার। আর তার স্কুল। এক সময় তো একচেটিয়া হওয়ার অধিকারী ছিল। এখন কৃতিত্ব ভাগ করে নেয়া হয়েছে সমধর্মী আর একশ্রেণীর স্কুলের সঙ্গে। তার কাহিনী কয়েক বছর আগে এই পত্রিকার পৃষ্ঠায়ই বের হয়েছিল।

সেসব বিষয়ে নিশ্চুপ থেকে 'লিওামনি'-কে নিয়ে ব্যঙ্গ আর সেই সুবাদে খালিদের পিঠে বাহাত্তি বাহবার চাপড় এদের কারুর প্রতি যথার্থ বিচারতো নয়। নয় তাদের কৃতিত্বের জন্য পাওনা সাধুবাদ তাদের প্রতি। অবশ্য লিওার প্রতি তো নয়ই।

লিওার অপরাধ অনেক। সে রিগানের কাছে চিঠি দেয়। লেখক আর একটু খোঁজ নিলে জানতেন যে, সে গরবাচেভকেও চিঠি দেয়। অটোগ্রাফ শিকার, বিশ্বের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের নিকট চিঠি দেয়ার স্পৃহা এবং সে স্পৃহায় উৎসাহ যোগানোর মত পরিবেশ ও মানসিক সহযোগিতা সে যদি পরিবার থেকে পেয়ে থাকে তবে তাতে ধিক্কারের কী থাকতে পারে। লেখকের যুক্তি হল এই রিগান সাম্রাজ্যবাদের 'পোড়ো সর্দার' আর লিওা তাকে চিঠি দিচ্ছে। রিগানের সঙ্গে গরবাচেভের বৈঠক হয়েছে একাধিকবার। রাজনৈতিক মহল তো তাকে নিন্দাবাদ দেয়নি। ক্রুশচভ-আইসেনহাওয়ার সম্ভাব্য শীর্ষ বৈঠক উপলক্ষে একদা কী ইতালীয় কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যগণ রোমের রাস্তায় 'আইক' 'আইক' করে উল্লসিত মিছিল করেননি। তাহলে যদি এই চিঠির মধ্যে লিওার শান্তির প্রতি আগ্রহ না খুঁজি, রিগানের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সমর্থন খোঁজা হল কেন? লিওা রাজনীতি সচেতন নয় এটাও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ। বাম রাজনীতি করে সিএসপি হয়ে যারা ছাত্র, ঠেঙ্গিয়েছেন, তাদের কথাটা মনে করে লেখক হয়তো লিওার মধ্যে একটা গুণ আবিষ্কার করতে পারতেন। যদি অবসেসড মনের অধিকারী না হতেন যে লিওা তার পছন্দ অপছন্দ অকপটে ব্যক্ত করেছে, শিক্ষা গ্রহণ এসমাজে একটা সুস্থ রাজনীতি কী মনে করা যায় না।

যে দেশে মেয়েদের পুনরায় রান্নাঘরে ফেরানোর ষড়যন্ত্র চলছে, তাদের আংশিক মুক্তিতে (হোক না তা উঁচুস্তরে সীমাবদ্ধ) আতঙ্কিত হয়ে এবং যেখানে সমাজে মেয়েদের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনায় ক্ষমতাসীন একজন মন্ত্রী বলতে পারেন যে, মেয়েদের একমাত্র কাজ ও উন্নতির ক্ষেত্র হল reproduction করা সেখানে লিওার ভাবনা-চিন্তা কী খুব বেশী প্রগতি বিরোধী?

বরং লিওা পরীক্ষায় ভাল করেছে, এটা সকলের নিকট একটা আনন্দদায়ক সংবাদ। বিশেষতঃ মেয়েদের জন্য যেখানে যে কোন ছুতায় মেয়েদের---সামাজিকভাবে দমিত করার ব্যবস্থাটা এ সমাজে বিদ্যমান। তার উদাহরণে মেয়েরা আরও উৎসাহিত হয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসবে। এ রকম আশা করাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু একটি প্রগতিশীল সাপ্তাহিকে একজন লেখক ৮জন গৃহশিক্ষক রাখার দিকটি বড় করে দেখে তাকে ধিক্কারেজর্জর করেছে। লেখাটা কি ভাল করে দেখে প্রকাশিত হয়েছে না প্রগতির ছদ্ম মোড়ক দেখেই ছাড়পত্র পেয়েছে? লিওা অধ্যয়ন করেছে আর শিক্ষা লাভের জন্য যেখানে চীনে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানে ৮ জন গৃহ শিক্ষকের নিকট লিওা পড়েছে এটাই বড় করে দেখা হল কেন। খোঁজ নিলে দেখা যাবে বিশেষ ধরনের কোচিং সেন্টার ছাড়াও কৃতিত্বের অধিকারিগণ প্রায় সবাই বেশ কয়েকজন গৃহশিক্ষকের নিকট দীর্ঘ কয়েক বছর ধরেই পড়ে আসছে। লিওা মেয়ে বলেই কি তাকে বেছে নেয়া হয়েছে? যে কোন ছুতায় একজন মেয়েকে ভাল কাজ করলেও নিন্দা করতে হবে। প্রগতিশীলরা কী এ শিক্ষাই মানুষকে দিতে চায়। এতো নারী নির্যাতন (মানসিকভাবে) ইন্ধন যোগানোর সমতুল্য। অপসংস্কৃতি প্রগতির ছদ্মবেশ বহুবার ধারণ করেছে। অতীতের এই অভিজ্ঞতা থেকে তো এ ক্ষেত্রে আরও সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল বেশী। কিন্তু এখানে যে অশালীন এবং মুখরোচক বাচনভঙ্গিতে আক্রমণ চালানো হয়েছে, (শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য নেই) সেখানে '৮জন শিক্ষক সুরক্ষিত দুর্গ' লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য 'লিওা' যাকে ব্যঙ্গ করে 'লিওামনি' বলে লেখক কুরুচির পরিচয় দিয়েছেন। এটা দুঃখজনক এজন্য আরও বেশী এ আক্রমণ নারী শিক্ষা বিরোধী কোন মহলের নয়। বেগম রোকেয়া একবার ধর্মের নামে নারী নির্যাতন সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন, তাকে পরিবর্তন করে বলা চলে রাজনৈতিক মতবাদের প্রবক্তারা সকলে পুরুষ বলে। মেয়েদের বিরুদ্ধে রাজনীতিকে ব্যবহার এমন সহজসাধ্য। মোড়কটা যাই হোক, সমগ্র ব্যাপারটিকে দলীয় আনুগত্যের দৃষ্টি থেকে এভাবে দেখা রাজনৈতিক সচেতনতার লক্ষণ নয়, আপ্তবাক্য বিশ্বাসী সংকীর্ণ মনোবৃত্তির পরিচায়ক।

সবচেয়ে গোড়ার কথাটা 'মোবারকবাদ লিওামনি' লেখায় তার সচ্ছলতার অপরাধকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। প্রথমতঃ বড়লোকের ছেলেমেয়েরা যদি লেখাপড়া করে তাহলেও নিন্দা করতে হবে---বড়লোকের ছেলেমেয়ে তোমরা তো সুযোগ পেয়ে বড় কৃতিত্বের বাহাদুরী নিচ্ছ। হাজার হাজার নিরক্ষর দুর্গতদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার কী হবে। লেখককে বলব না, তার পরিবার দুর্গত শিক্ষা বিস্তারে ক'পয়সা খরচ করেছে, আর নিজের ছেলের জন্য শিক্ষার খরচের অঙ্ক কি। শুধু জানতে চাইব বড় লোকের ছেলেমেয়েরা আডডা মেরে, নেশা করে যদি গোল্লায় যায়, সেটা শ্রেয়, না পড়াশুনা করে উন্নতি করছে, যা একদিন সামাজিক উন্নতিতে কোন না কোনভাবে অবদান রাখবে। সেইটা ভাল। বিত্তাড়িত আমলারা যদি বিরোধী আন্দোলনের আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে দেশোদ্ধারে নামতে পারেন তবে লিওাদের ভবিষ্যত ভূমিকা কী হবে ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণ আছে কি? বুর্জোয়া মাখন আর মজুরের ক্ষীর কী শুধু প্রগতিদের জন্যই বরাদ্দ থাকবে। অন্যের বেলায় তা অনৈতিক জীবনযাত্রার লক্ষণ?

'ঈদ মোবারক লিওামণি' লেখাটি পড়ে আমার সমর সেনের 'সাফাই' কবিতার কয়েকটি পংক্তি মনে পড়ছে:

''কিন্তু জড়বাদী সুবুদ্ধির
জোরে আজ আমি
দু'-নৌকায় স্বচ্ছন্দে পা দিয়ে চলি
বুর্জোয়া মাখন আর মজুরের ক্ষীর
ভাগ্যবান এ কবিকে বিপুলা
যশোদা
নিশ্চয় দেবেন বলে আমার বিশ্বাস'

এই যে বড়লোক বিদ্বেষ শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের সুযোগের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে, তাকে আর্থসামাজিক ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে তুলে সাবজেক্টিভ বিচার আজ শ্রেণীসচেতনতা বলে বিঘোষিত। দরিদ্রমঙ্গল কাব্যের এই ভূমিকা আর যাই হোক শিক্ষা জীবনের মূল সমস্যার দিকে কোন অঙ্গুলি নির্দেশ করে না। কৃতিত্বের অধিকারী আরও ছাত্র-ছাত্রীদের মেলায় একজনের শিক্ষকের সংখ্যা উল্লেখ করে, তার পিতৃ পেশার প্রতি কটাক্ষ করার এই মনোবৃত্তি কোন সুস্থ মানসিকতার পরিচয় নয়।

বাংলাদেশে সকল অতি উচ্চবিত্তের সম্পদ প্রুঁধোর বক্তব্য অনুযায়ী Property is theft, এর যতটা স্বাক্ষর বহন করে কার্লমার্কস বর্ণিত পুঁজি গঠনের রক্তাক্ত অধ্যায়ের সঙ্গে তা ততটা যুক্ত নয়। সেখানে কোন বিচ্ছিন্ন উদাহরণ অর্থহীন, বিদ্বেষপোষিত, পরশ্রীকাতরতা বলে মনে হবে। কারণ মধ্য সত্বভোগী আমাদের অনেকেই তার বেনিফিসিয়ারী। শুধু শ্রেণীসচেতন হওয়ার দুর্মোহ রোমান্টিকতা আজ ব্যাধিগ্রস্তের মতো আমাদের রক্তে দোলা দেয় বাহবা কুড়ানোর নেশায়। সকাল সন্ধ্যায় জীবনাচরণের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। একমাত্র কোন কিছু উপলক্ষ করে সংস্কৃতি সন্ধ্যা উদযাপন ব্যতীত।

আসলে এ বিষয়টি আমি আজ লিখতে চেয়েছিলাম না। ৮ জন শিক্ষক পরিবেষ্টিত লিওাকে ধরাশায়ী করার মত এই লক্ষ্যভেদী লেখাটি সম্পর্কে অনেকের উচ্ছ্বসিত তৃপ্তি লক্ষ্য করেছি। আবার উল্টো মন্তব্যও কানে এসেছে। বর্তমান আর্থসামাজিক ব্যবস্থার ভবিতব্য সচেতনরা বলেছেন এ ধরনের আক্রমণ 'দৃষ্টিকটু'। একজন বন্ধু এই লেখার পিছনে যে বড় ক্ষতি ওঁৎ পেতে আছে, সেই আশংকা প্রকাশ করেছেন। তার আশংকা উড়িয়ে দেয়ার মত নয়।

অথচ আমার লেখার বিষয় ছিল এ ধরনেরই অপর একটি কাহিনী। তাহল মহারাষ্ট্রের এসএসসি পরীক্ষায় গড়ে শতকরা ৯৬ নম্বর পেয়ে ফার্ষ্ট হওয়া ছাত্র মাঙ্গেশ মহস্কার-এর কাহিনী আজকালকার দিনে ওদেশেও কোচিং ক্লাস করা শীর্ষ স্থানীয় অধিকারীদের মেলে ঘিঞ্জি বস্তির ১০ ফুট বাই ৬ ফুট অন্ধকার আলোবাতাসহীন ঘরে এক দরিদ্রতম কিশোরের বিদ্যা সাধনার বিস্ময়কর কাহিনী হিসাবে নয়---শিক্ষকদের ভূমিকার দিকটিও আলোচনার দাবী রাখে। মহস্কার প্রথমে তেমন মেধাবী ছাত্র ছিল না। স্কুলে প্রথম বর্ষে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়ায় তার আত্মীয়রা ঘৃণাভরে তাকে পৈতৃক পেশায় উপযুক্ত স্থান নেয়ার পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু তার বাপ-মা তুকারাম ও সুমিতা মহস্কার যাদের শিক্ষা ৬ষ্ঠ শ্রেণীতেই সমাপ্ত হয়েছিল, তারা চেয়েছিলেন তাদের ছেলে পড়াশুনা করুক। বাপ দূরের এক মিলে সামান্য মজুরিতে কাজ নিলেন। মা রইলেন ঘর সামলাতে। আর মাঙ্গেশ উঠেপড়ে [illegible] বিদ্যাভ্যাসে। তার পিছে [illegible] লেগে রইল মা-বাবার উৎসাহ-অনুগ্রহ। অন্ধকার ঘরে মাথা ধরে। শরীর অবসন্ন হয়ে আসে। শরীরের প্রতি গ্রন্থি বিদ্রোহ করে। তবু অধ্যয়নে বিরাম নেই। অরবিন্দ গন্ধবীর মাধ্যমিক স্কুলের একটি শূন্য কামরায় স্কুল ছুটির পর কোন কোন দিন একটানা পাঁচ ঘন্টা পড়েছে মাঙ্গেশ। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা তার অধ্যবসায় দেখে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন।

ওই স্কুলের শিক্ষিকা শীলা নিরগুদকার তাকে সংস্কৃত ও গণিত শেখাতেন। তিনি বলেন, মাত্র ৬ মাস আগে সংস্কৃতি নিয়ে মাঙ্গেশ মহস্কার সে বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে এসএসসিতে শতকরা ৯৮ নম্বর পেয়েছে। অঙ্কে ১৫০ নম্বরের মধ্যে পেয়েছে সে ১৪৯ নম্বর। এ সাফল্যের কারণ ব্যাখ্যা করে ওই শিক্ষিকা বলেছেন, ''নতুন ধারণা আত্মস্থ করার তার ক্ষমতা, পুরোপুরি উপলব্ধি এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ যাদুর মত করতে সক্ষম ছিল সে। স্পঞ্জের মত সে সহজেই ধারণ করতে পারতো পঠিত বিষয়।''

যে ছোট কামরাটিতে বাবা-মাসহ তারা চার ভাইবোন থাকত, তাতে এক সময়ে পরিবারের সকলের ঘুমবার মত জায়গা হত না। পালাক্রমে ঘুমাতে হত। এরূপ পরিবেশে লেখাপড়া করে শীর্ষস্থান অধিকারের ক্ষেত্রে তার অধ্যবসায় এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার সহৃদয় সহযোগিতা ছিল মূল।

এই বিস্ময়কর সাফল্যের জন্য বিভিন্নমহল থেকে তাকে সাহায্য করা শুরু হয়। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী চৌহান তাকে ৫শ' বর্গ ফুটের একটি ফ্ল্যাট দেন। বোম্বে সমাচার পত্রিকা কয়েক হাজার টাকা দেয়। টাকা দিন শিবসেনা প্রধান বল থ্যাকারে। এলাকার বস্তি থেকে সুরম্য প্রাসাদের সকলেই এখন তাকে চেনে, সমাদর করে। রিক্সা এবং ট্যাক্সিওয়ালারা তার কাছ থেকে ভাড়া নিতে চায় না, কখনও যদি সে এসব যানবাহন ব্যবহার করে; তারা মনে করে মাঙ্গেশ তাদের গাড়ীতে চড়েছে, এই সম্মানই তাদের যথেষ্ট। এই সাফল্য মাঙ্গেশের মাথা ঘুরিয়ে দেয়নি। উচ্চ শিক্ষায় এ ধরনের সাফল্যের জন্য সে নিজেকে তৈরী করছে। নতুবা সে জানে এধরনের উচ্ছ্বাস তাকে ঘিরে একদিন থেমে যাবে। তার স্বপ্ন ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার হবে।

একজন বস্তিবাসী গরীব কিশোর সকল ধরনের সুযোগ প্রাপ্ত কোচিং-এর দ্বারা সুসজ্জ অন্যান্য পরীক্ষার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে। সেই অভাবিত কাহিনী নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ নয়। তার এই সাফল্যের মত এখানে সাফল্যের সম্ভাবনা শুধু ক্ষীণ নয়, আজ লুপ্ত প্রায়। তার বড় কারণ শিক্ষাব্যবস্থায় দুর্নীতি এবং উপযুক্ত শিক্ষানীতির অভাব কিংবা আরও সঠিকভাবে বলা চলে শিক্ষানীতির শূন্যতা।

এই তো এ বছরই আমাদের দেশে একটি বোর্ডের একজন ছাত্র টেস্ট পরীক্ষায় ৫০৮ নম্বর পেয়েছিল। তারপর সে পরীক্ষা কেন্দ্র বদল করে বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় ৮৪২ পেয়ে শীর্ষ স্থানে গিয়েছে। এ নিয়ে গুঞ্জন উঠেছে। কোথাও কিছু একটা ঘটেছে বলে। সে যে স্কুলের ছাত্র সেখানকার শিক্ষকদেরও কিছু অভিযোগ রয়েছে। শুধু কি তাই, ঢাকা বোর্ডের ফল প্রকাশ এক সপ্তাহ পিছিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে পত্র-পত্রিকায় কথা উঠেছে। কিছু একটা ঘটছে পর্দার অন্তরালে এমন সন্দেহ প্রকাশ পেয়েছে। যা রটে তা কিছু বটে। এই প্রবাদবাক্যকে এক্ষেত্রে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কিন্তু তা নিয়ে আমরা কেউ উদ্বিগ্ন নই। সংশয়পীড়িত মনে এ নিয়ে কোন প্রশ্ন উঁকি দেয় কিনা তার ছায়াপাত কোথাও দেখি না।

যেটা স্বাভাবিকভাবে হয়ে আসছে, হঠাৎ তার একটি উদাহরণ বিচ্ছিন্নভাবে তুলে ধরে একটি মেয়ের সাফল্যের গৌরবকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। কৃতীদের সকলেই ব্যয়বহুল এক্সট্রা কোচিং ক্লাস করে কিংবা গৃহশিক্ষক রেখে সাফল্যের মুখ দেখেছে। তাদের সাধ্যে কুলিয়েছে। এনিয়ে তো ঈর্ষা করা চলে না। প্রশ্ন উঠেছে স্কুলে কী শিখিয়েছে। কৃতিত্বের অধিকারীরা যে সব স্কুলে পড়েছে, তার সবগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে ধরা যেত, তা না করে একটি স্কুলের ভূমিকা কী ছিল তা বলা হয়েছে। ওই স্কুলটির মত অন্যসব নাম করা স্কুলেও যে ছাত্রপ্রতি মাসে কয়েক হাজার টাকা ব্যয় হয় এটা সকলেই জানেন। তাছাড়া এসব স্কুলের সুযোগ-সুবিধা অনেক স্কুলে স্বপ্নেরও অগোচর। সেই সুযোগ অন্যান্য স্কুলে দেয়ার কথাটা বললে একটা যুক্তি খুঁজে পাওয়া যেত। সাধ্যানুসারে আমাদের এই সমাজে সবাই ভাল স্কুলে তার ছেলেমেয়েকে পাঠাতে আগ্রহী। সুতরাং এ নিয়ে ঈর্ষা প্রকাশ করে শ্রেণীসচেতন হওয়ার ব্যাপারটা কতখানি যুক্তিসঙ্গত কিংবা বলা চলে শ্রেণীসচেতনতার নামে বাস্তবতাকে এড়িয়ে অর্থাৎ মূল সমস্যাকে আড়াল করাটার সপক্ষে কী যুক্তি থাকতে পারে তা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য।

মহারাষ্ট্রের যে স্কুলটির কথা বলা হল, সেখানকার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকা কিংবা একদা এ দেশেও দেখা গেছে শিক্ষকরা মেধাবী ও উদ্যোগী ছাত্রদের প্রতি নিজেরাই আগ্রহী হয়ে উঠতেন। সর্বপ্রকার তাদের সাহায্য করতেন। এদেশের বহু কৃতবিদ্যমনীষী তাদের শিক্ষা-জীবন প্রসঙ্গে এধরনের শিক্ষকদের বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। আর এখানে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক এবং অভিভাবকরা নকলে সাহায্য করেন। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আনুগত্য মেধা নির্ণয়ের মাপকাঠি। ফল প্রকাশের সময় নম্বরের হেরফের করার যে কাহিনীর কানাঘুষা শোনা যায় তাকে অলীক বলে উড়িয়ে দেয়ার মত বিশ্বাসের জোর অবশিষ্ট নেই। অপর একটি বোর্ডের একজন ছাত্র টেষ্ট পরীক্ষার পর পরীক্ষা কেন্দ্র পরিবর্তন করে শীর্ষ স্থান অধিকার নিয়ে তো গুঞ্জন এখনও থামেনি। তাই তো আগের কথাটার পুনরুক্তি করতে হয়। লিওা মেয়ে বলেই কি তার প্রতি এ অশালীন ও অশোভন উক্তি?